সবজির দাম কেজিতে কমেছে ১০ থেকে ২০ টাকা

মেহেরপুরের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। তবে মাছের বাজারে দামের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। সবজির দাম কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকায় আশানুরূপ বেচাকেনা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, পাইকারি ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে সাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতা সংকটে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়। বাজারে শীতকালীন সবজির পাশাপাশি সারা বছর পাওয়া যায়—এমন সবজিও বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু পণ্যের দাম কমলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরেছে কি না, তা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, বেগুন, শসা, আলু, লাউ, পেঁপে, বরবটি, পটল, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, করলা, কাকরোল, শিম, ফুলকপি ও মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বিক্রি হচ্ছে। তবে দাম কমার পরও ক্রেতাদের কেনাকাটা তুলনামূলক কম। এতে প্রত্যাশিত বেচাকেনা না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।

বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা, কাঁচামরিচ ৫০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, শসা ৭০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৪৫ টাকা, কাকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ১১০ টাকা, ফুলকপি ৬০ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে, পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪২ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, আদা ১৮০ টাকা, শসা ৬২ টাকা, কলা ২৮ টাকা, আলু ১৮ টাকা, লাউ ১৭ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ৩৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল

৪৫ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪০ টাকা, ঝিঙে ৩৬ টাকা, করলা ৩৫ টাকা, কাকরোল ৩৫ টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৯০ টাকা, ফুলকপি ৫০ টাকা এবং মুলা ২৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে।

তবে বাজারে কেনাকাটার পরিমাণ খুবই কম। দাম কমলেও ক্রেতা কম থাকায় আশানুরূপ বেচাকেনা হচ্ছে না।

ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার তাঁদের বেচাকেনা কিছুটা বেশি হয়। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সবজির দাম কমলেও বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি অনেক কম। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে না।

ক্রেতা রানা মিয়া বলেন, বাজারে এখন শীতকালীন অনেক সবজি পাওয়া যাচ্ছে। এসব সবজির পাশাপাশি অন্যান্য সবজিও রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সবজির দাম কিছুটা কমেছে। এতে ক্রেতারা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন।

সবজির বাজারে দাম কমলেও মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। রুই, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, গ্লাস কার্প, কাতলা, দেশি চিংড়ি, জিউল, কই ও বাটা মাছ আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ করে দেশি চিংড়ি, বড় কাতলা ও গ্লাস কার্পের দাম তুলনামূলক বেশি। ফলে মাছ কিনতে গিয়ে হিসাব করে চলতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের।

বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৬০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩২০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২২০ টাকা, তেলাপিয়া ১৮০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৩০ টাকা, বড় কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৯০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী কবির মিয়া বলেন, বাজারে মাছের দাম বেশি। তাঁরা

বাজার থেকে মাছ কিনে ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করেন। কম দামে মাছ বিক্রি করলেও ক্রেতারা দাম বেশি বলে অভিযোগ করেন। বর্তমানে ব্যবসা করে তাঁরা স্বস্তিতে নেই বলেও জানান তিনি।

মাছ ব্যবসায়ী বকুল হালদার বলেন, আগে যেভাবে মাছ বিক্রি করতেন, এখন আর সেভাবে বিক্রি করতে পারছেন না। এর মধ্যে পাইকারি ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানের সামনেই খুচরা মাছ বিক্রি করেন। এতে সাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতা সংকটে পড়ছেন। বিক্রি কমে যাওয়ায় সংসার চালানো ও ব্যবসার খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

মাছের ক্রেতা সাইফুল মোল্লা বলেন, এ সপ্তাহে সবজির দাম কিছুটা কমলেও মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই রয়েছে। মাছ তাঁদের প্রায় প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকে। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় এখন নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বাজারে চাল, আটা, ডাল ও চিনিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৪৮ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৪৬ টাকা, আটা ৪৪ টাকা, মসুর ডাল ৯০ টাকা, কলাই ডাল ১৮০ টাকা, মটর ডাল ৫৫ টাকা, ছোলা ১০৫ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে, মেহেরপুরের বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৮০০ টাকা, খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা এবং ছাগলের মাংস ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনিহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমলেও মাছের বাজারে স্বস্তি ফেরেনি। অন্যদিকে, ক্রেতাদের উপস্থিতি ও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরাও রয়েছেন দুশ্চিন্তায়। সবজির দাম আরও কমলে এবং বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়লে বেচাকেনা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

গ্রীষ্মের স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে তালশাঁসের দোকানে ভিড়

গ্রীষ্মের দাবদাহে স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকানগুলোতে ভিড় করছেন ক্রেতারা। দাম কিছুটা বেশি হওয়ায় অভিযোগ থাকলেও তালের শাঁসের স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে পথচারী থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়েনি।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে একটি তাল ৩০ টাকা এবং প্রতিটি তালশাঁস ৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তালের মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড বটতলা, পোস্ট অফিস মোড়, প্রধান বাজার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আম, কাঁঠাল, লিচু ও ড্রাগনের পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় ফলের মধ্যে তালশাঁস অন্যতম। গরমের সময় এর শীতল ও সুমিষ্ট স্বাদ মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। ফলে প্রতিবছরের মতো এবারও সড়কের পাশে তালশাঁস বিক্রেতাদের দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকে দেখলে এসব দোকানের সামনে মানুষের জটলা মনে হলেও কাছে গেলে দেখা যায়, বিক্রেতারা তালের স্তূপ নিয়ে বসে ক্রেতাদের জন্য একের পর এক তাল কেটে শাঁস বের করছেন। অনেক দোকানে বিক্রেতাদের সহায়তায় অতিরিক্ত লোকও কাজ করছেন।

তালশাঁস ক্রেতা আকরাম হোসেন বলেন, “তালের ভেতরের স্বচ্ছ, নরম শাঁস এবং মিষ্টি পানি গরমে যেমন তৃষ্ণা মেটায়, তেমনি শরীরের জন্যও উপকারী। তাই শিশু থেকে বয়স্ক—সব বয়সী মানুষ তালশাঁস কিনতে ভিড় করছেন। কৃত্রিম কোমল পানীয়ের চেয়ে এটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত ও প্রাকৃতিক।”

কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকার তালশাঁস বিক্রেতা মোস্তফা মণ্ডল

জানান, প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি বটতলার নিচে তালশাঁস বিক্রি করছেন।

বছরের বাকি সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বলেন, “মৌসুম এলেই তালশাঁস বিক্রি শুরু করি। ক্রেতার চাহিদা ভালো থাকায় ব্যবসাও মোটামুটি ভালো হয়।”

আরেক বিক্রেতা লক্ষ্মণ হালদার বলেন, “তালশাঁস বিক্রি একটি মৌসুমি ব্যবসা। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়েই এ ব্যবসা করা হয়। তবে গত বছরের তুলনায় এবার গাছ মালিকদের কাছ থেকে বেশি দামে তাল কিনতে হয়েছে। সে কারণে আমাদেরও কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

দাম বৃদ্ধি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ থাকলেও গ্রীষ্মের তীব্র গরমে তালশাঁসের চাহিদা কমেনি। বরং প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে করছেন বিক্রেতা ও ক্রেতারা।

ঝিনাইদহে প্রবাসীর উদ্যোগে ভাঙা সড়ক সংস্কার, স্বস্তি ফিরেছে ২০ গ্রামের মানুষের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজার থেকে কুশাবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। খানাখন্দে ভরা সড়কটিতে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে স্থানীয় এক প্রবাসীর মানবিক উদ্যোগে শুরু হয়েছে সড়ক সংস্কার কাজ। এতে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মাঝে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই অংশ নিয়েছেন সড়ক সংস্কারের কাজে। কেউ মাথায় করে ইট বহন করছেন, কেউ হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙছেন, আবার কেউ গর্ত ভরাট করছেন। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ভাঙা অংশগুলো মেরামত করা হচ্ছে।

পুরো এলাকায় যেন তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার চিত্র।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেগুলো পানিতে ডুবে ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হতো। ফলে ভ্যান, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চলাচলও হয়ে উঠেছিল ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় যানবাহন উল্টে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষকদের দুর্ভোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মাঠ থেকে ধান, পাট, শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বাজারে নিতে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হতো তাদের।

কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, এই রাস্তাটার কারণে আমরা বছরের পর বছর কষ্ট করেছি। বৃষ্টির দিনে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে যেত। এখন রাস্তা সংস্কার হওয়ায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন,’নারিকেলবাড়িয়া ও কুশাবাড়িয়া বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার কারণে ক্রেতা ও যানবাহন আসতে চাইত না। এখন অন্তত চলাচলের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।’

অটোরিকশা চালক সোহেল রানা বলেন, ‘আগে এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে প্রায়ই গাড়ির স্প্রিং ও চাকা নষ্ট হতো। যাত্রীরাও ভয় পেত। এখন রাস্তা ঠিক হওয়ায় আমরা অনেক স্বস্তিতে আছি। স্থানীয় কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন,’আমাদের ফসল বাজারে নিতে খুব সমস্যা হতো। গাড়ি ঢুকতে চাইত না। এখন রাস্তা কিছুটা ভালো হওয়ায় কৃষকরাও উপকৃত হবে।’

মানুষের এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আজিম হোসাইন। তিনি কুয়ালালামপুর শাখা যুবদলের নেতা এবং কুশাবাড়িয়া গ্রামের গোলাম নবী বিশ্বাসের ছেলে। নিজ অর্থায়নে রাস্তার জন্য ইট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন তিনি। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় সংস্কার কাজ।

মুঠোফোনে প্রবাসী আজিম হোসাইন বলেন, ‘বিদেশে থাকলেও গ্রামের মানুষের কষ্টের কথা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রামের মানুষের উপকার হলেই আমি আনন্দ পাই।’

এলাকাবাসী জানান,দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেখানে একজন প্রবাসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সড়ক সংস্কার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়দের দাবি,সাময়িক সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি স্থায়ীভাবে পাকাকরণ করা হোক। কারণ এই সড়ক দিয়েই কুশাবাড়িয়া, মিয়াকুন্ডু, মামুন্দী, মুক্তারামপুর, ধনঞ্জয়পুর, টিকারি ও দহকোলাসহ আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

মেহেরপুরে সবজির দাম নিম্নমুখী, স্বস্তিতে ক্রেতারা

মেহেরপুরে সবজির উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। গত দুই এক সাপ্তাহ সবজি ও মুরগির দাম স্থিতিশীল এবং নিম্নমুখী ও। স্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

বাজারে সবজির ও মুরগির দামে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে মাছের দাম একটু বাড়তি।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুন ১৫, ৬৫ ও ৭০ টাকায় স্থিতিশীল। তবে কাঁচামরিচের দাম আবারও নিম্নমুখী। গত সাপ্তাহের থেকে ২০ টাকা কমে ৯০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা ৩৫ থেকে বেড়ে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মূলায় ১০ টাকা কমে ২০ টাকা। শাক, পেঁপে,ঝিঞা ও ধন্দল কেজিপ্রতি ৩০,১৫, ৪০ ও ২৫ টাকায় স্থিতিশীল। গজর ও টমেটো ১২০ টাকা, ১১৬ টাকা স্থিতিশীল।

যাচ্ছে।

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, সব কিছু দাম এখন হাতের নাগালে। আবার কাঁচা মরিচের দামও নিম্নমুখী। চাহিদা মতো বাজার করতে পারছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, শাক-সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শাক সবজির দামে কোন রকম বৃদ্ধি নেই বরং সকল সবজির দাম এখন নিম্নমুখী। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম তো আবার ও কমেছে গত সপ্তাহের ১৪০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১২০ টাকা।

তিনি আরও বলেন, আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং নিম্নমুখী ।

সপ্তাহ ব্যবধানে কাঁচা মরিচ অর্ধেকে

কাঁচা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম কমে আসায় স্বস্তি ফিরে এসেছে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা মরিচের উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। বাকি সকল সবজির দাম স্থিতিশীল।

বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। কিন্তু সবজির দাম স্থিতিশীল।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমেছে বলে জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু ১৫ থেকে টাকায় স্থিতিশীল, পেয়াজ ৬০ থেকে বেড়ে ৬৫ টাকায়, রসুন ৭০ টাকায় অপরিবর্তিত থেকে বিক্রি হয়েছে। তবে কাঁচামরিচের দাম নিম্নমুখী সপ্তাহের ব্যবধানে অর্ধেকেরও কম গত সপ্তাহে যেখানে ছিলো ২৬০ টাকা এ সাপ্তাহে ১০০ টাকা।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা, মূলা ২৫,২০ থেকে বেড়ে ৩৫,২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। শাক, পেঁপে কেজিপ্রতি ৩০,১৫ টাকায় স্থিতিশীল, ঝিঞা ৩৫ টাকা থেকে বেড়ে ৪০ টাকায়, ধন্দল ১৫ থেকে বেড়ে ২৫ টাকা।

গজর ও টমেটো তে ও কমেছে দাম। গাজরে ২০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছ ১২০ টাকা, টমেটো তে ১৪ টাকা কমে ১১৬ টাকা।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ রসুন, ২০, ৭০,১০০ টাকায় অপরিবর্তিত। তবে কাঁচামরিচের দাম কমেছে, গত সপ্তাহে যেখানে ছিলো ৩০০ টাকা এ সাপ্তাহে ১৪০ টাকা।

ঢেঁড়স অপরিবর্তিত থেকে ৫০ টাকা। বেগুনে ২০ টাকা কমে ৮০ টাকা। শাক, শশা ও মূলা অপরিবর্তিত থেকে ৪০ টাকায় করে বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে ও ঝিঞা ২০ ও ৫০ টাকায় স্থিতিশীল। ধন্দলে ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা।

গজর ও টমেটোতে ও কমেছে দাম। গাজরে ২০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছ ১৪০ টাকা, টমেটো তে ১০ টাকা কমে ১৩০ টাকায় অপরিবর্তিত।

মুরগি বাজারে ব্রয়লার মুরগী ও সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১৮০ ও ২৮০ টাকা স্থিতিশীল এবং লেয়ার মুরগিতে ১০ টাকা কমে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুরগি ব্যবসায়ী মিরাজ বলেন গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ মুরগির দামে কোনরকম কম বেশি নেই সব দাম একই আছে।

মাছের বাজারে রুই ২৮০-৩২০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙাশ ১৭০, সিলভার ১৭০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ১১০০, পাকাল ৭০০-১১০০।

মাছ ব্যবসায়ী সিরাজ বলেন মাছের আমদানি ঠিক থাকায় বাজারে পরিমাণ মতো মাছ আসছে। ঠিকমতো বাজারে মাছ আসার কারণে মাছের দাম অনেকটাই কম।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতা শহিদুল বলেন, “গত সপ্তাহে মরিচের অভাব ছিল, তাই দাম বেশি ছিল। এখন পরিমাণ মতো বাজারে মরিচ আশায় দাম অর্ধেক হয়ে গেছে।

সবজি বিক্রেতা সবুজ বলেন, সবজির দাম অপরিবর্তিত থাকাই এবং কাঁচা মরিচের দাম কম হওয়ায় বেচা কেনা বেড়েছে এবং ক্রেতারা অনেক বাজার করছে, মোটামুটি ভাল রকম বেচাকেনা হচ্ছে।

ক্রেতারা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে সবজির দাম অপরিবর্তিত শুধু কাচা মরিচের দাম অর্ধেক।

সবজি ক্রেতা সামসুজ্জোহা বলেন, সবজির দাম কমেছে আবার বেড়েছে পেঁয়াজ ছিল ৬০ টাকা ৭০ টাকা হয়েছে, আবার রসুন ছিল ১২০ টাকা ১০০ টাকা এসেছে। অন্যদিকে কাঁচা মরিচ গত সপ্তাহে যেটা ৩০০ টাকা কিনলাম আর সেটা ১৪০ টাকা । দাম কম কমে আসায় পরিমাণের থেকে বেশি বাজার করতে পারছি।

সবজি ক্রেতা সোহেল রানা বলেন, আমরা সাধারণ মানুষরা সবসময় চাই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নাগালে থাকুক। কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেছিলাম কমে আসে চিন্তামুক্ত হলাম । অনেকটাই বেশি করে কিনছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচা বাজার এখন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। শাক- সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম এখন অর্ধেক। কিছুদিন পরিমাণ মতো আমদানি না থাকাই দাম অতিরিক্ত বেশি হয়ে গেছিলো। গত কয়েকদিন বাজারে ঠিকমতো কাঁচা মরিচ আশায় দাম স্বাভাবিক হয়ে গেছে গত সপ্তাহে যে কাঁচা মরিচ ৩০০ টাকা খুচরা বিক্রি করেছিল এ সপ্তাহে ওই কাঁচা মরিচ ১৪০ টাকা যা অর্ধেকের থেকেও কম।

মেহেরপুরে আষাঢ়ের শুরুতে

স্বস্তির বৃষ্টি

আজ পহেলা আষাঢ়। সকালটা শুরু হয় রোদের তীব্রতা আর ভ্যাপসা গরম নিয়ে। মানুষের মাঝে ছিল অসহনীয় অস্বস্তি। রোদ আর গরমে ক্লান্ত হয়ে ওঠে কর্মজীবী মানুষ। ঈদের দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে অফিসপাড়াতেও ভিড়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অফিসের প্রয়োজনে আসেন অনেকেই। ক্লান্তি ও গরমের মাঝে হঠাৎ হালকা মেঘে ঝরতে শুরু করে বৃষ্টি। পরে মেহেরপুরের আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে।

মেহেরপুরে আষাঢ়ের শুরুর দিনেই দেখা মিলেছে বৃষ্টির। আজ রোববার দুপুর ১টায় কালো মেঘে ঢেকে যায় মেহেরপুরের আকাশ। থেমে থেমে প্রায় আধাঘণ্টা ধরে চলে বৃষ্টি। দীর্ঘসময়ের তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমের পর এই বৃষ্টি স্বস্তি এনে দিয়েছে মানুষের মাঝে। স্বস্তি নিয়েই কাজে বের হয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ।

গাংনী বাজারের ভ্যানচালক রমজান আলী বলেন, “অন্যান্য বছর ঈদে অনেক টাকার ভাড়া হয়। প্রতিদিন ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। এবার রোদ আর গরমে মানুষ বের না হওয়ায় ২০০-৩০০ টাকার বেশি হয়নি। ঈদের দশ দিনেও ভালো যাত্রী পাইনি।”

“আজ হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় বিকেলে রাস্তায় বের হয়েছি”—এমনটাই জানাচ্ছিলেন ৫০ বছর বয়সী ভ্যানচালক জমিরুল হক।

আজ দুপুর ১২টায় মেহেরপুরে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সারা দেশের ন্যায় খুলনা বিভাগের মেহেরপুরেও বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তর।

হাঁপানি থেকে স্বস্তি পেতে শরীরচর্চা

হাঁপানি মূলত শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা। এক্ষেত্রে শ্বাসনালিতে প্রদাহ দেখা দেয়ার ফলে নালি সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে শ্বাসকষ্ট,

কাশি, ও তীব্র শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ দেখা দেয়।

হাঁপানি যাদের আছে তাদের অনেকেই ভাবেন যে শরীরচর্চা করা যাবে না। তবে পরামর্শের ভিত্তিতে কিছু ব্যায়াম কেউ চেষ্টা করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

প্রতিদিন ব্রিদিং এক্সারসাইজ: ব্রিদিং ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করলে ফুসফুসে বাতাস ঢোকা এবং বার করার পরিমাণ বাড়ে। এতে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়ে।

ভুজঙ্গাসান: ম্যাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতের তালু মেঝের ওপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এবার কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলুন। তারপর মাথা বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকান। এই পশ্চারে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথমে এই আসন তিন বার করুন। নিয়মিত করলে উপকার পাবেন।

প্রাণায়াম: আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে। চোখ বুজে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে গোটা শরীর। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশীর উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

অনুলোম-বিলোম: প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে।